[redacted]

[redacted]

সহ-সম্পাদক পদে এরশাদ আলী (ঘোড়া) ১হাজার ১১৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী সাজেদুর রহমান সাজু (গাভী গরু) ১ হাজার ৫১ভোট পান।

কোষাধ্যক্ষ পদে মিন্টু (চাঁদ-তারা)১ হাজার ৪৭১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী আফসারুল ইসলাম (হারিকেন) ৭৬৮ ভোট পান।

প্রচার সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সেন্টু (মাইক) ১ হাজার ২৩০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী ইয়ারুল ইসলাম (রিক্সা) ১ হাজার ১৫৫ ভোট পান। লাইন সম্পাদক পদে মুন্না (টুপি) ৭৩১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।
তার নিকটতম প্রার্থী মুরসালিন (পানি জাহাজ) ৭২৪ ভোট পান।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রমিজ উদ্দিন (সেলাই রেঞ্জ) ৯২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রার্থী শাহিন আলী (হাতি) ৭৯৫ ভোট পান।

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বকুল শেখ (ট্রাক্টর) ৭৬২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী চাঁদ আলি (মাছ) ৬৯১ ভোট পান।

শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক পদে রেজাউল হক (কবুতর) ৫৪৭ ভোট নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী মাহবুব হোসেন রিপন (হরিন) ৫২২ ভোট পান।

এবং নির্বাহী সদস্য পদে শরিফুল ইসলাম (খেজুর গাছ) ৯৩০ ভোট, বাচ্চুমিয়া (আনারস) ৭৩২ ভোট এবং আনারুল ইসলাম (আম) ৭২৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

মানবিক মেয়র

পৌরসভার টিকা কেন্দ্র টিকা দিতে গিয়ে চলাচলের জন্য হুইল চেয়ার পেলেন মরিয়ম নামের এক প্রতিবন্ধী নারী।

রবিবার দুপুরের দিকে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ব্যক্তিগত

উদ্যোগে মরিয়ম- সুমন দম্পতিকে হুইল চেয়ার প্রদান করেন। একই সঙ্গে সন্তান সম্ভাবা মরিয়ম বেগমকে মিষ্টিমুখ করানোর পাশাপাশি তার সন্তান হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ব্যয় ভার গ্রহণের ঘোষণা দেন।এসময় প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, সৈয়দ মঞ্জুরুল কবীর রিপন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

হুইল চেয়ার প্রদানের পর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, মেহেরপুর পৌরসভা একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। আমরা মূলত মানুষের সেবা দেয়ার জন্যই এখানে এসেছি। আপনাদের সকলের সহযোগিতা পেলে যে কোন মহৎ কাজ করা সহজ হবে।

জানা গেছে, গতকাল রবিবার দুপুরের দিকে প্রতিবন্ধী সুমন তার গর্ভবতী স্ত্রী প্রতিবন্ধী মরিয়মকে কোলে নিয়ে পৌরসভার টিকা কেন্দ্রে টিকা দিতে যান। বিষয়টি নজরে আসে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের। কথা হয় তাদের দুজনের সাথে। তাদের আকুতি ছিল অন্তত একটি হুইল চেয়ারের। পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন তাদের কথা শুনে স্বল্প সময়ের মধ্যেই মরিয়ম দম্পতির জন্য একটি হুইল চেয়ার ব্যবস্থা করে তাকে উপহার দেন। হুইল চেয়ার পেয়ে খুশি হন ওই দম্পতি। পরে পৌর মেয়র মরিয়মের গর্ভবতি হওয়ার খবর শুনে তাৎক্ষণিক তাকে মিষ্টিমুখ করান। এবং মরিয়মের সন্তান হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ব্যয় ভার বহন করার ঘোষণা দেন।

আলমডাঙ্গায় স্কুলের গাড়ির ধাক্কায় বৃদ্ধ আহত

স্কুলের আলমসাধুর ধাক্কায় সারোয়ার হোসেন নামের এক বৃদ্ধ আহত হয়েছে। রবিবার সকাল ৯ টার দিকে আনন্দধাম ব্রিজ সংলগ্নে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা গুরুত্বর আহত অবস্থায় ওই বৃদ্ধকে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি গ্রামের সারোয়ার ওরফে (সরো কালা) নামে পরিচিত। রবিবার সকাল ৯ টার দিকে আলমডাঙ্গা শহরে

প্রবেশ করছিলো।

এসময় আনন্দধাম এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসা স্কুলগামী আলমসাধু গাড়ি ধাক্কা মারে। এতে রাস্তার উপরে ছিটকে পড়ে বৃদ্ধ সরোয়ার। গুরুত্বর আহত অবস্থায় স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়।

স্থানীয়রা জানায়, রবিবার সকাল ৯ টার দিকে হাউসপুর থেকে পায়ে হেটে আনন্দ এলাকায় পৌছায় বৃদ্ধ সারোয়ার। বিপরিত দিক থেকে ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে দ্রুত গতিতে আলমসাধু গাড়ি ছুটে আসে।

আলমসাধু ড্রাইভার চিৎকার দিলেও তিনি কানে না শোনায় সরতে পারে না। গাড়ির ডানায় লেগে বৃদ্ধ সরোয়ার রাস্তার উপরে পড়ে। এতে গুরুত্বর আহত হলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করে।

আলমডাঙ্গায় অনুমোদনহীন মুড়ি বিক্রয়ের দায়ের ২০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার আনন্দধামে ডি.কে ট্রেডার্সে পদ্মফুল মনোগ্রাম মার্কা মুড়ি বাজার জাতের অভিযোগে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত। রবিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদফতরের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এ জরিমানা আদায় করা হয়।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার আনন্দধামে অবস্থিত ডি.কে ট্রেডার্স। আসন্ন রমজান উপলক্ষে গোপনে মুড়ি উৎপাদন সহ মজুদ করে বিক্রয় করে আসছিলো।

ওই মুড়ির প্যাকেটে ভুয়া বিএসটিআই অনুমোদন লোগো সহ নিউট্রিশন ফ্যাক্টস লেখা আছে। অথচ তাদের নেই কোন বিএসটিআই সনদ ও নিউট্রিশন ফ্যাক্টের নেই কোন টেস্ট রিপোর্ট।

এসব ভুয়া রিপোর্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে অবাধে মুড়ি উৎপাদন ও বিক্রয় করে যাচ্ছে। এসব প্যাকেটে এসব মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেখে সাধারণ মানুষ মুড়ি কিনে হচ্ছে প্রতারিত।

রবিবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ অভিযানে এর সত্যতা মিলেছে বলে জানাযায়।

এছাড়া প্যাকেটে দেওয়া হয়নি উৎপাদন, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ও মুল্য। ফলে মুড়ির মেয়াদ আছে নাকি মেয়াদ উত্তীর্ণ বা দোকানি মুল্য বেশি নিয়েছে কিনা ক্রেতারা। সঠিক তথ্য প্যাকেটে সংযুক্ত করা নেই।

এমন তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার দুপুরে জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৭, ৪৪ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। গোডাউনে মজুদকৃত মুড়িসহ বাজারজাতকৃত মুড়ি দোকান থেকে তুলে এনে মিথ্যা বিজ্ঞাপন মুছে মেয়াদ, মুল্য ইত্যাদি লিখে বাজারজাত করা ও লাইসেন্স না পাওয়া পর্যন্ত মুড়ির উৎপাদন করবেনা মর্মে লিখিত মুচলেকা নেওয়া হয়।

মেহেরপুরে ধর্ষণ চেষ্টা মামলায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড

আপত্তিকর ছবি ইন্টার নেটে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে গৃহবধুকে ধর্ষণের চেষ্টা মামলায় জাব্বরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন বিজ্ঞ আদালতের বিচারক।

রবিবার দুপুর আড়াইটার দিকে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিজ্ঞ বিচারক (দায়রা জজ) মোঃ তহিদুল ইসলাম

এ রায় দেন।
আসামি জাফরুল ইসলাম পলাতক রয়েছে। তার আটকের দিন থেকে তার সাজা শুরু হবে। সাজাপ্রাপ্ত জাব্বরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের এজেল হকের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে সাহারবাটি গ্রামের জহিরুল ইসলামের স্ত্রী শাকিলা খাতুনকে প্রতিবেশী জাব্বরুল ইসলাম মোবাইল ফোনে উত্ত্যেক্তা করতো। জাব্বারুলের মোবাইল ফোনে ওই গৃহবধুর কিছু আপত্তিকর ছবি আছে সেগুলো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকী দিতে থাকে।

এক পর্যায়ে জাব্বারুলের ২০২০ সালের ৬ জুন শাকিলাকে মোটরসাইকেল যোগে তুলে নিয়ে নওপাড়া গ্রামের তার সহযোগী নওপাড়া গ্রামের বরকত আলীর বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এসময় তার আত্মচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় শাকিলা খাতুন বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী)২০১৩ সালের ৯(৪)(খ) ধারায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ২১। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিকভাবে তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।

জাব্বারুলের বিরুদ্ধে মামলাটি প্রমানীত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালতের বিচারক তাকে ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরমিানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদন্ডাদেশ দেন।

মামলায় মোট ৬ জন স্বাক্ষী স্বাক্ষ প্রদান করেন। মামলায় রাষ্ট্রের পক্ষের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটার একেএম আসাদুজ্জামান কৌশলী ছিলেন।

আর,বি,জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীণবরণ ও

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কোটচাঁদপুরে জাতীয় বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ৪৩ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উপলক্ষে বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রবিবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম।

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শীলা বেগমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রতন মিয়া, উপজেলা কৃষি অফিসার মহাসিন আলী, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, মডেল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইসাহক আলী প্রমূখ।

এসময় উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থী, সাংবদিক সহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ৩ দিন ব্যাপী মেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহন করেন।

হরিণাকুন্ডুতে হারভেস্টারের সঙ্গে মটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত-১

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার শাখারীদহ এলাকায় গম কাটা হারভেষ্টার ও মটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে কামরুল ইসলাম (৩৮) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন।

রোববার দুপুর ২টার দিকে শাখারীদহ এলাকার দৌলতপুর মাদ্রাসার কাছে এ ঘটনা ঘটে। তিনি হরিণাকুন্ডু শহরের হাসপাতাল মোড়ের বাসিন্দা।

দুর্ঘটনায় একই উপজেলার মান্দারতলা গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে সাজেদুল ইসলাম মানু গুরুতর আহত হন। তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে মুমুর্ষ অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা জানান, রোববার বেলা দুইটার দিকে শাখারীদহ এলাকার দৌলতপুর মাদ্রাসার কছে একটি গম কাটা হারভেস্টার মাঠ থেকে রাস্তায় উঠছিল।

এ সময় দ্রুতগামী মটরসাইকেলের সঙ্গে দুইটি যানের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই কামরুল নিহত ও সাজেদুল ইসলাম গুরুতর আহত হন। এ ঘটনায় এখনো কোন মামলা হয়নি। হারভেস্টারের চালক পলাতক রয়েছে।

ঝিনাইদহে আলোচিত আবন হত্যা মামলার পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের আলোচিত আবন হত্যা মামলার একজন পলাতক আসামীকে সদর উপজেলার হাটগোপালপুর বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।

রবিবার র্যাবের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান র্যাবের একটি আভিযানিক

দল গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আবন হত্যাকান্ডের অন্যতম পলাতক আসামী তারিক মন্ডল এর অবস্থান নিশ্চিত করে।

প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে আভিযানিক দলটি রবিবার রাত সাড়ে তিনটার সময় ঝিনাইদহ জেলার সদর থানাধীন হাটগোপালপুর এলাকা থেকে এই চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার এজাহার ভূক্ত অন্যতম পলাতক আসামী মো: তারিক মন্ডল (২৮) কে গ্রেপ্তার করে।

সে পৌরসভার খাজুরা স্কুলপাড়ার নিয়ামত মন্ডলের ছেলে। গ্রেপ্তারকৃত আসামীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উক্ত ঘটনার সাথে তাদের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছেন।

এছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় এই নৃশংস আবন হত্যা মামলায় অন্যান্য আসামী ও তার সহযোগীদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে র্যাবের অভিযান অব্যাহত আছে।

উল্লেখ্য যে, গত ১৩ই মার্চ ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার খাজুরা হিন্দু পাড়া এলাকায় দুই বছর পুর্বের হত্যার জের ধরে আবন মন্ডল
(৪৮) কে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে।

দীর্ঘ দুই বছর পুর্বে একই এলাকার প্রতিপক্ষের এক জনকে এই আবন মন্ডল হত্যা করেন, বলে জানা যায়। তারই জের ধরে এলাকার গোলাম বারীর ছেলে রিপন হত্যা মামলার প্রধান আসামি আবন মন্ডলকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে।

আবন প্রতিদিনের মতই নিজ কর্মস্থলের কাজ শেষ করে মোটরসাইকলে যোগে বাড়ি ফিরছিল। এসময় পূর্ব থেকে ওঁৎ পেতে থাকা প্রতিপক্ষ আসামীরা মোটর সাইকেলের গতিরোধ করে প্রকাশ্য দিবালোকে আবনকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে তার ছেলে মো: শাহীন হোসেন বাদী হয়ে ১৩ মার্চ ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে।
গ্রেফতারকৃত আসামীকে ঝিনাইদহ জেলার সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে এক সপ্তাহে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ৩১১ জন

আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে হঠাৎ করে বাড়তে শুরু করেছে ডায়রিয়া। এর প্রভাব পড়েছে মেহেরপুরেও। ডাইরিয়ায় আক্রান্ত প্রতিদিন অতিরিক্ত রোগী ভর্তি হচ্ছে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতেও। মেহেরপুরে ডায়রিয়া আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তবে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে অনেকে বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন এমন খবরও পাওয়া গেছে।
গতকাল রবিবার বিভিন্ন হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত এক সপ্তাহে জেলার বিভিন্ন স্থানে ৩১১ জন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ১২৩ জন, গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ১৬৬ জন ও মুজিবনগরে ২২ জন ভর্তি হয়েছেন। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ১০টি বেডের বিপরীতে প্রতিদিনই ২০ থেকে ২৫ জন রোগী ভর্তি হচ্ছেন। হাসপাতালগুলোতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীরা বেড না পেয়ে হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
গাংনীর কাজীপুর গ্রামের ডায়রিয়া আক্রান্ত মুনছুর আলী জানান, গত পরশুদিন হাসপাতালে এসেছি। প্রায় সুস্থ্য হয়ে গেছি।
ও সাহারবাটি গ্রামের নুরজাহান জানান, হঠাৎ করে শরীর দুর্বল লাগছিলো। এরপর থেকে পেটে বাথার সাথে বমি ও পায়খানা শুরু হয়। পরিবারের লোকজন পরশুদিন সন্ধ্যায় গাংনী হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে ভালো লাগছে।
সদর উপজেলার ঝাঁঝাঁ গ্রামের মরিয়া নেছা বলেন, আমার শিশু জায়মা খাতুন হঠাৎ ডাইরিয়া আক্রান্ত হলে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। আমরা এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি।
মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মকলেছুর রহমান জানান, শীত থেকে গরম পড়তে শুরু করায় ভাইরাল ডায়রিয়াটা বেশী হয়। এছাড়া কভিডের কারনে মানুষজন দীর্ঘদিন ঘরের বাইরে যেতে পারেনি। এখন লোকজন বাইরে যাচ্ছেন। বাইরের খাবার দাবার খাচ্ছেন। যে কারণে ডাইরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তবে এই সময়ে প্রতিবছরই ডায়রিয়ার প্রকোপটা সাধারণত বৃদ্ধি পায়। তবে স্যালাইন থেকে শুরু করে অন্যান্য ওষধপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণ রয়েছে।